প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম:	**নরসিংদী**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা:	**০৬ টি (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁওপ্রশাসনিকএলাকা, শেরেবাংলানগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	
১.	**ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি**		**নরসিংদী সদর** পাচঁদোনা	২৩°৫৩'২২.৬" উ. ৯০°৩৯'৫০.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৬ নভেম্বর ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫০২)	পবিত্র কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের দোতলা বিশিষ্ট এ বাড়িটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।
২.	**পারুলিয়া শাহী মসজিদ**		**পলাশ**	২৩°৫৭'৫৬.০" উ. ৯০°৪০'৪৮.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬)	শিলালিপি অনুযায়ী ১৬৯৬ খ্রি: দেওয়ান শরীফের পত্নী বিবি জয়নব তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের ভিতরের দৈর্ঘ্য ২০.০০ মিটার ও প্রস্থ ৬.০০ মিটার। মসজিদের দেয়াল ১.৬০ মিটার চওড়া।
৩.	**অসম রাজার গড়** (বটেশ্বর বাজার সংলগ্ন মাটির প্রাচীর)		**বেলাব**	২৪°০৫'৩৪.৬" উ. ৯০°৪৯'৩১.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৮)	প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে অসম রাজার গড় হিসেবে পরিচিত হয়ে আসলেও বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক চর্চার অঙ্গনে এটি বটেশ্বর প্রত্নস্থল নামে অধিক পরিচিত। বটেশ্বর প্রত্নস্থল মাটির উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ-নগর ছিল। দুর্গটি ২ স্তরবিশিষ্ট মাটির প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ। বহি:প্রাচীর এবং অন্ত:প্রাচীর। উভয় প্রাচীরের বাহিরের দিকে দেখা যায় গভীর পরিখা, নিচু জলাভূমি, বিল ও নদী।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	
৪.	**পরিত্যক্ত ভিটা** (ওয়ারী গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকের বাসিন্দা আবদুস সালাম পাঠানের বাড়ি সংলগ্ন পশ্চিম অংশ)		**বেলাব**	-	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৮)	পরিত্যক্ত ভিটা প্রত্নস্থলটি উয়ারী গ্রামের উত্তর প্রাচীর থেকে ৩১৫ মিটার দক্ষিণে ও পূর্ব প্রাচীর থেকে ১৫৫ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এ স্থানটির সন্নিকটে একটি বসত ভিটা ছিল, যা পরবর্তীতে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। পরিত্যক্ত ভিটায় খনন পরিচালিত করে ইট নির্মিত ১টি আয়তাকার জলাধারের ন্যায় কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে।
৫.	**রামনগর বড় জামে মসজিদ**		রায়পুরা	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১ ৬.১৩৮.২২-২৭ ০৮ জানুয়ারি, ২০২৩	জনশ্রুতি রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা হাজী নাদু ভূইয়া নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি স্থানীয়দের সহযোগিতায় আনুমানিক বিশ শতকের প্রথম দিকে এটি নির্মাণ করেন। মসজিদের খিলান, গম্বুজ, ফিনিয়েল ও কর্ণারটারেটের স্থাপত্য শৈলীর গঠন বিন্যাসে মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। মসজিদের মুল অংশ ৩টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইটের গাথুনিতে চুন-সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি, উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে মোট ৫টি প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে ২টি খিলান ও দেয়ালকে কেন্দ্র করে ৩টি গম্বুজ স্থাপিত। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব এবং মিহরাবের দুই পাশে ২টি কুলঙ্গি রয়েছে।
৬.	**বায়তুন নূর পাড়াতলী জামে মসজিদ**		গ্রাম- পাড়াতলী উপজেলা- রায়পুর	২৩°৯৫'৬৯.৯০" উ. ৯০°৯০'৮৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ মার্চ ২০২৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩)	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিতে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণদিকে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মসজিদটির দেয়ালের পুরুত্ব ৩ ফুট। ছাদের দিকে অল্প কিছু কারুকাজ এখনো অক্ষত রয়েছে। মসজিদের উপরে গম্বুজের নিচে খোদাই করা একটি সন দেখতে পাওয়াযায়। যাতে ১২৯৯ সনের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থানীয়রা ধারণা করেন মসজিদটি ১২৯৯ হিজরিতে নির্মাণ করা হয়েছে।